দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...30 OCT 2016...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ......

ক্লাসে উপস্থিতি ও পাসের হার বেড়েছে, কমেছে ঝরে পড়া

নোয়াখালীর প্রাইমারি স্কুলে মিড ডে মিল

■ আলমগীর ইউসুফ, নোয়াখালী প্রতিনিধি

স্কুলের পোশাক পরে, পিঠে বইয়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে উৎফুল্ল মনে প্রতিদিন স্কুলে যাচ্ছে নোয়াখালীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এরপর তারা জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে ও শরীর চর্চা করে মনোনিবেশ করছে পাঠে। এখন আর ওদের জোর করে স্কুলে পাঠাতে হয় না। সকালে ঘুম ভাঙার পর নিজেরাই উম্মুখ হয়ে থাকে স্কুলে যাবার জন্য। দুপুরের খাবারের জন্য ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বাড়িও ফিরছে না তারা।

নোয়াখালী জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের একটি ছোট্ট উদ্যোগ বদলে দিয়েছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মানসিকতা। প্রশাসন নিয়ম করে দিয়েছে দুপুরের খাবার শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে খেতে হবে। এ জন্য কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে টিফিন বক্সও বিতরণ করেছে।

এখন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ঘর থেকে দুপুরের খাবার নিয়ে আসে। দুপুরে মধ্যাহ্ন বিরতির সময় ক্লাসে বসে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এক সঙ্গে দুপুরের খাবার খায়, কখনো কখনো শিক্ষার্থীরা নিজেরা খাবার ভাগাভাগি করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে উঠেছে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। অভিভাবকরা তাদের শিশু সন্তানদের স্কুলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে থাকছেন, হেসে-খেলেই তারা তাদের খাবার খাচ্ছে। তেমনি শিক্ষকরাও পাঠদান করছেন নির্বিঘ্নে-নিশ্চিন্তে।

অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ ছাড়াই, শুধু জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং শিক্ষা প্রশাসনের দিক নির্দেশনা ও উদ্যোগে এত বড় একটি কর্মসূচি সফল হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষক, অভিভাবকদের আগ্রহ ও আন্তরিকতায় কর্মসূচিটির বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে

■

নোয়াখালীর ৯টি উপজেলার ৯০ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেখা যাচ্ছে এমন চিত্র। উপকূলীয় জেলা নোয়াখালীর হতদরিদ্র পরিবারের অনেক শিশু এক সময় বাড়ি থেকে কিছু না খেয়ে স্কুলে আসতো। শ্রেণি কক্ষে পাঠের সময় অনেক অভুক্ত শিশু অমনোযোগী থাকতো। মধ্যাহ্ন বিরতির সময় স্কুল পালানোর প্রবণতা ছিল অনেকের। অনেক শিশু বাইরের খাবার খেয়ে পেটের পীড়াসহ নানা রোগে ভুগতো।

২০১৫ সালের প্রথম দিকে পরীক্ষামূলকভাবে সুবর্ণচর উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বপ্রথম 'মিড ডে মিল' কর্মসূচি গ্রহণ করে।

সুবর্ণচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. হারুনুর রশিদ জানান, 'দুপুরের খাবার স্কুলে খাব, রোগমুক্ত জীবন গড়ব' এ স্লোগান সামনে রেখে বিদ্যালয়সমূহে এই কর্মসূচি চালু করা হয়। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন এলাকায় মা সমাবেশ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ সভা করতে হয়েছে। কারো কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাততে হয়নি। শিক্ষার্থীদের খাবার, ড্রেস ও টিফিন বক্স তাদের পরিবারই থেকে সরবরাহ করায় এই কার্যক্রম সাফল্য লাভ করে।

এই উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সফলতা দেখে জেলা প্রশাসন পুরো জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে ও উপজেলা পর্যায়ে নির্বাহী অফিসারদের নেতৃত্বে ৯টি মনিটরিং টিম কাজ শুরু করে। কমিটিগুলোর নেতৃত্বে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে বিনা মূল্যে টিফিন বক্স ও স্কুল ড্রেসসহ বিভিন্ন শিক্ষার উপকরণ বিতরণ করা হয়।

প্রসঙ্গত: পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ বিভিন্ন দেশে স্কুলে শিক্ষার্থীদের সরকারের সহযোগিতায় বিনামূল্যে দুপুরের খাবার বিতরণ করা হয়। উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষার্থীদের অপুষ্টি দূর ও ঝরে পড়া রোধে মূলত এই মিড ডে মিল কর্মসূচি চালু করতে দেখা গেছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও দেশে মিড ডে মিল কর্মসূচি চালু করার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল পরিমাণ অর্থ লাগে, সরকারের একার পক্ষে এর যোগান দেয়া সম্ভব হয় না। এই প্রেক্ষিতে কিছু কিছু স্কুলে দানশীল ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে মিড ডে মিল প্রকল্প চালু হয়েছে।

নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক বদরে মুনির ফেরদৌস জানান, এই জেলার ৯টি উপজেলার ১২৭৭টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১১৫২টি বিদ্যালয়ে দুপুরে খাবার কর্মসূচি চালু রয়েছে। এ কর্মসূচি চালুর ফলে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার ১৩ থেকে ৪ ভাগে নেমে এসেছে। পাঠে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বেড়েছে, পাসের হার শতভাগে উন্নীত এবং উপস্থিতিও ৯৫ ভাগে পৌঁছেছে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বোধ সৃষ্টি হয়েছে, খেলাধুলা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে আগ্রহ বেড়েছে। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে নোয়াখালী সদরের এমপি একরামুল করিম চৌধুরী, সেনবাগের এমপি মো. মোরশেদ আলম, সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট শিহাব উদ্দিন শহিন, জেলা পরিষদ ও ইউপি চেয়ারম্যানসহ জেলার দানশীল ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ৫৭ হাজার ৯শ টিফিন বক্স বিনামূল্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এবং সোনাইমুড়ী উপজেলার ১৭টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের ড্রেস বিতরণ করা হয়।

জেলা প্রশাসক আরো জানান, সরকারিভাবে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর পেছনে ১০ টাকা করে ব্যয় করতে হলেও প্রতিমাসে সাড়ে ৭ কোটি টাকা ব্যয় হতো। সে অর্থ এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে খরচ হয়নি। জেলার অপর ১২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এ কর্মসূচি চালুর প্রচেষ্টা চলছে।

শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ ছাড়াই, শুধু জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং শিক্ষা প্রশাসনের দিক নির্দেশনা ও উদ্যোগে এত বড় একটি কর্মসূচি সফল হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষক ও অভিভাবকদের আগ্রহ ও আন্তরিকতায় কর্মসূচিটি সাফল্যে গতি পেয়েছে।

এর স্বীকৃতিও পেয়েছে জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা প্রশাসন। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিভাগে নোয়াখালী জেলা প্রশাসক বদরে মুনির ফেরদৌস শ্রেষ্ঠ জেলা প্রশাসক, সুবর্ণচর উপজেলার সহকারি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আবদুল রব শ্রেষ্ঠ শিক্ষা অফিসার হয়েছেন। স্কুল পরিচালনা কমিটির শ্রেষ্ঠ সভাপতি হিসাবে জেলা শহরের হরিনারায়ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি আবদুল ওয়াদুদ পিন্টু এবং সোনাইমুড়ী উপজেলার পাপুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শ্রেষ্ঠ স্কুল নির্বাচিত হয়।